ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১ সংখ্যা : ৪২
এপ্রিল- জুন : ২০১৫

ইসলামী আইনে জীবজন্তুর অধিকার

মুহাম্মদ আতিকুর রহমান*

[**সারসংক্ষেপ:** *আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। পাশাপাশি মানবজাতির প্রয়োজন পূরণের জন্য অন্যান্য জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন। মানবজাতির ন্যায় জীবজন্তু ও আল্লাহর সৃষ্ট পরিবারের সদস্য। মানবজাতি প্রয়োজনে তাদের ইসলামী আইন অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারে। কেননা জীবজন্তুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা, তাদের ব্যবহারও করতে হবে আল্লাহর আইন অনুযায়ী। ইসলামী আইনে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে মানবজাতির বিভিন্ন অধিকার প্রদানের পাশাপাশি জীবজন্তুর অধিকারের কথাও বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। আর তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে জীবজন্তুর প্রতিও বিভিন্ন বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। আর জীবজন্তুর প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-নিষেধ প্রতিপালনের মাধ্যমে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায়। আর তা হলো তাদের খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা, বিশ্রাম নিশ্চিত করা ও উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। আর আল্লাহর বিধান ব্যতীত তাদেরকে হত্যা না করা, তাদের কোন প্রকার জুলুম না করা। আর এ সকল বিধি-নিষেধ প্রতিপালন করতে পারলে মানবজাতি আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে তাদের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে এবং তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও জীবজন্তু থেকে কাঙ্খিত উপকার লাভ করতে পারবে।*]

ভূমিকা

মানবজাতির ন্যায় জীবজন্তুও আল্লাহর পরিবারের সদস্য[১]। তাদেরও এ পৃথিবীতে বাঁচার অধিকার রয়েছে। অধিকার রয়েছে আল্লাহ প্রদত্ত খাদ্য গ্রহণের, অধিকার রয়েছে সুন্দরভাবে বসবাসের। আর আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে চতুষ্পদ জীবজন্তু থেকে বিভিন্ন উপকার গ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন।[২] আর তাদের থেকে উপকার গ্রহণ করতে হলে অবশ্যই মানবজাতিকে জীবজন্তুর প্রাপ্য অধিকার প্রদান করতে হবে। কেননা

* সিনিয়র প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, উত্তরা, ঢাকা।

১. আল-কুরআন, ৬ : ৩৮ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم

২. চতুষ্পদ জন্তুর গোশত খাদ্য হিসাবে গ্রহণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে দেখুন, আল-কুরআন, ২২ : ৩৬; চতুষ্পদ জন্তুর দুধ পান প্রসঙ্গে দেখুন, আল-কুরআন, ২৩ : ২১; জীবজন্তুর চামড়ার ব্যবহার প্রসঙ্গে দেখুন, আল-কুরআন, ১৬ : ৮০; জীবজন্তুকে বাহন হিসাবে ব্যবহার প্রসঙ্গে দেখুন, আল-কুরআন, ১৬ : ০৭

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে তাঁর প্রতিনিধি[৩] হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আর প্রতিনিধি হিসেবে তাদের দায়িত্ব সকলের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করা।

ইসলামী আইনে জীবজন্তুর অধিকার

ইসলাম মানবজাতির ন্যায় জীবজন্তুকেও বিভিন্ন অধিকার প্রদান করেছে। তাদের সুস্থভাবে বাঁচার অধিকার দিয়েছে, খাদ্য গ্রহণের নিশ্চয়তা দিয়েছে এবং সকল প্রকার কষ্ট থেকে বাঁচার অধিকার দিয়েছে। নিম্নে তাদের অধিকার সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

জীবজন্তুকে খাদ্য প্রদান

মহান আল্লাহ আকাশ, যমীন, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, গাছপালার মাধ্যমে পৃথিবীতে বিচরণশীল প্রত্যেক প্রাণীর খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু মানবজাতির অব্যবস্থাপনার জন্য তাঁর দেয়া জীবিকা থেকে অনেকেই বঞ্চিত হচ্ছে। এ জন্যে আল্লাহ অবশ্যই পাকড়াও করবেন। তাই মানবজাতির অধীনে যে সকল জীবজন্তু রয়েছে, তাদের প্রাপ্য অংশ প্রদান করতে হবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ ﴾

যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা বানিয়েছেন এবং তাতে তোমাদের জন্য চলার পথ করে দিয়েছেন। আর আসমান থেকে তিনি পানি বর্ষণ করেন; অতঃপর তা দিয়ে আমি বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। তোমরা নিজেরা (তা) খাও এবং (তাতে) তোমাদের গবাদিপশু চরাও। অবশ্যই এতে বিবেকসম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।[৪]

তাছাড়া আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল সৃষ্টির খাদ্য উৎপাদনের জন্য বাতাস প্রেরণ করেন ও আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন[৫] এবং তার মাধ্যমে শস্য, শাকসব্জি, ফল-মূল ও ঘন উদ্যান সৃষ্টি করেন।[৬]

৩. আল-কুরআন, ৬ : ১৬৫
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ ...

৪. আল-কুরআন, ২০ : ৫৩-৫৪

৫. আল-কুরআন, ২৫ : ৪৫-৪৯
... وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِّنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا

৬. আল-কুরআন, ৮০ : ২৪-৩২
أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ

জীবজন্তুকে খাদ্য প্রদান প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ فَقَالَ : اتَّقُوا اللَّهَ فِى هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا وَكُلُوهَا صَالِحَةً

সাহ্‌ল ইবনুল হানযালিয়্যা রা. বর্ণনা করেন। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ স. একদিন একটি উটের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার অনাহারে পেট-পিঠ একত্রিত হয়ে গিয়েছিল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ স. বললেন, নির্বাক পশুদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর। এদেরকে দানাপানি দিয়ে সুস্থ সবল রাখ ও সুস্থ সবল পশুর পিঠে আরোহন কর এবং খাওয়ার সময় সুস্থ সবল পশুর গোশত খাও।[৭]

ইসলামী আইনে জীবজন্তুদেরকে খাদ্য প্রদান করলে তার জন্য পুরস্কার[৮] আর খাদ্য প্রদান না করে কষ্ট দিলে শাস্তির ব্যবস্থার কথা[৯] বলা হয়েছে।

জীবজন্তুর খাদ্য উৎপাদনের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রখ্যাত গবেষক ও লেখক এম. শামসুল আলম লিখেছেন,

> আমরা অধিক ফলনশীল গম, ধান, কুমড়া, টমেটো, গোলআলু ইত্যাদির বীজ বিদেশ থেকে আমদানি করি এবং দেশে গবেষণা করে উন্নয়নের চেষ্টা করছি। অনেক ক্ষেত্রে সফলও হয়েছি। খাদ্য সম্বন্ধেও গবেষণা হয়েছে। বিদেশে বহু ঘাস ও পশু খাদ্য গবেষণা করে বের করা হয়েছে যাতে কম খরচে অধিক খাদ্য উৎপাদন সম্ভব হয়। আমাদের দেশে পশুর প্রধান খাদ্য হলো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দূর্বা জাতীয় ঘাস। দূর্বা ঘাসের উৎপাদন হয় কম ও ঘাসের বৃদ্ধি অত্যন্ত মন্থর। একমাসে দূর্বা ঘাস দুই ইঞ্চিও বাড়ে না। নেপিয়ার নামীয় একপ্রকার ঘাস বের হয়েছে যা প্রতিমাসে তিন ফুটের বেশী বৃদ্ধি পায়। ট্রেন, বাস ও এরোপ্লেনের যুগে ঘোড়া বা গাধায় চড়ে হজ্জ করতে রওয়ানা হওয়া যেমন অনভিপ্রেত, বর্তমানে

৭. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : জিহাদ, পরিচ্ছেদ : মা'য়ু'মারুবিহি মিনাল কিয়াম আলা দাওয়াইবি আল বাহাইম, বৈরূত : দারুল কিতাব আল-আরাবী, তা.বি., হাদীস নং ২৫৫০

৮. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৫৫০

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِى بِطَرِيقٍ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِى كَانَ بَلَغَنِى فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّيْهِ فَأَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِىَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّه وَإِنَّ لَنَا فِى الْبَهَائِمِ لأَجْرًا فَقَالَ : فِى كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ

৯. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আস সালাম, পরিচ্ছেদ : তাহরীম কাতালা আল হিররাতু, বৈরূত : দারুল জীল ও দারুল আফাক আল-জাদীদাহ, তা.বি., হাদীস নং ৫৯৮৯

عَنْ عَبْدِ اللَّه أَنَّ رَسُولَ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– قَالَ عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِى هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لاَ هِىَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلاَ هِىَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ

> নেপিয়ার ঘাস উৎপাদন চেষ্টা না করে দূর্বা ঘাসের উপর নির্ভর করে থাকা তেমনি বোকামি। অথচ এ বোকামি আমারা সমগ্র জাতি মিলে করছি। পশুখাদ্য এবং ঘাস উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা জাহিলিয়াত অতিক্রম করে আলোর জগতে আসতে পারি। এজন্যে আমাদের সনাতন পশুখাদ্য দূর্বাঘাস উৎপাদনের উপর নির্ভর না করে অধিক ফলনশীল ঘাস যেমন নেপিয়ার, প্যারাগিনি ইত্যাদি উৎপাদনের দিকে মনোযোগ দিতে হবে।[১০]

জীবজন্তু পবিত্র অবস্থায় ভক্ষণ করা

জীবজন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য রহমত স্বরূপ। যদি তাদের থেকে উপকার গ্রহণ করতে হয় তাহলে অবশ্যই সুস্থ সবল অবস্থায় গ্রহণ করতে হবে। কেননা খাদ্য যদি পূত-পবিত্র না হয়, তবে তা শরীরে জন্যও ক্ষতির কারণ হবে এবং তার দ্বারা মানবিক তৃপ্তিও আসবে না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

হে রসূলগণ,পবিত্র বস্তু আহার করুন এবং সৎকাজ করুন। আপনারা যা করেন সে বিষয়ে আমি পরিজ্ঞাত।[১১]

طيبت এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলেন, এখানে طيبت অর্থ পবিত্র, হালাল, সুস্বাদু ও বৈধ। অর্থাৎ তোমরা হারাম ও অপবিত্র আহার্য ভক্ষণ করো না।[১২]

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾

অতএব, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে যেসব হালাল ও পবিত্র বস্তু দিয়েছেন, তা তোমরা আহার কর এবং আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা তারই ইবাদতকারী হয়ে থাক।[১৩]

মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে আরো ইরশাদ করেন:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالا طَيِّبًا وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾

হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে, তা হতে তোমরা আহার করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[১৪]

১০. এম. শামসুল আলম, *ইসলামী প্রবন্ধমালা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪, পৃ. ৪৬১-৪৬২

১১. আল-কুরআন, ২৩ : ৫১

১২. কাজী মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসীরে মাজহারী*, খ. ৮, পৃ. ১৩২

১৩. আল-কুরআন, ১৬ : ১১৪

১৪. আল-কুরআন, ২ : ১৬৮

জীবজন্তু যবেহ-এর সময় অবশ্যই আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে হবে[১৫] এবং ধারালো ছুরি ব্যবহার করতে হবে, যাতে জন্তুটির কষ্ট কম হয় এবং রক্ত প্রবাহিত হতে পারে।[১৬] আর শিকারের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জন্তুর মাধ্যমে শিকার করতে হবে।[১৭]

যেহেতু ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা আর জীবন ধারণের জন্য মানুষের খাদ্য গ্রহণ অত্যাবশ্যক, তাই ইসলামে খাদ্যবস্তু গ্রহণ সম্পর্কে নীতিমালা রয়েছে। শাক-সবজি ও ফলমূল, মাছ অথবা সামুদ্রিক খাদ্যদ্রব্য গ্রহণে ইসলামে কোন প্রকার বিধি-নিষেধ নেই। হালাল-হারামের বিধান মূলত প্রদান করা হয়েছে জীব-জন্তুর গোশ্ত সম্পর্কে। হালাল জীবজন্তু ও পাখির গোশত আহার করা প্রসঙ্গে ইসলাম বিস্তারিত নীতিমালা দিয়েছে। এখানে 'পবিত্র' শব্দটি দ্বারা 'স্বাস্থ্যকর' ও 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন' বোঝা হয়েছে। পঁচা বা দূষিত খাদ্য পবিত্র নয়। এতে বোঝানো যায় যে, 'পবিত্র' শব্দটি দ্বারা আল্লাহ চান যেন আমরা কেবলমাত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য আহার করি, যা আমাদের শরীরে পুষ্টির জন্য সহায়ক হবে।[১৮]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন:

اتَّقُوا اللَّهَ فِى هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا وَكُلُوهَا صَالِحَةً

নির্বাক পশুদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর। এদেরকে দানাপানি দিয়ে সুস্থ সবল রাখ ও সুস্থ সবল পশুর পিঠে আরোহন কর এবং খাওয়ার সময় সুস্থ সবল পশুর গোশত খাও।[১৯]

মহান আল্লাহ তাআলা যে ভাবে পবিত্র বস্তু গ্রহণ করতে বলেছেন, ঠিক সেভাবে অপবিত্র বস্তু পরিহার করতে বলেছেন।[২০] কেননা অপবিত্র বস্তু গ্রহণের মাধ্যমে

১৫. আল-কুরআন, ২২ : ৩৪
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

১৬. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আস সায়্যিদু আয যাবাহি, পরিচ্ছেদ : আল আমরি বিইহসানি আয যাবহি আল কাতলি ওয়া তাহদিদি আশ শাফরাতি, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৭২, হাদীস নং ৫১৬৭
عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

১৭. আল-কুরআন, ৫ : ৪
وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

১৮. গবেষণা বোর্ড কর্তৃক রচিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ. ৭৯

১৯. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : জিহাদ, পরিচ্ছেদ : মা'য়ু'মারুবিহি মিনাল কিয়াম আলা দাওয়াইবি আল বাহাইম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৫৫০

২০. আল-কুরআন, ৫ : ৩

শারীরিক ও মানসিক ভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ প্রসঙ্গ রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন,

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِىَ حَيَّةٌ فَهِىَ مَيْتَةٌ

জীবিত পশুর দেহ থেকে যে গোশত কেটে নেওয়া হয়, তা মৃত পশুর ন্যায় (ভক্ষণ করা হারাম)।[২১]

ভ্রমণের সময় জীবজন্তুর প্রতি খেয়াল রাখা

মানবজাতিকে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনোদন সহ বিভিন্ন প্রয়োজনে ভ্রমণ করতে হয়। আর বাহন ব্যতীত ভ্রমণ চিন্তা করা যায় না। আর আল্লাহ তাআলা জীবজন্তুর মাধ্যমে মানবজাতির বাহনের প্রয়োজন পূরণ করেছেন।[২২] ভ্রমণে অনেক সময় সাথে পর্যাপ্ত খাদ্য ও পানীয় না থাকার কারণে কষ্ট হয়ে থাকে। মানবতার মূর্ত প্রতীক রাসূলুল্লাহ স. এ সমস্যা সমাধানের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– قَالَ إِذَا سَافَرْتُمْ فِى الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الإِبِلَ حَقَّهَا وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِى الْجَدْبِ فَأَسْرِعُوا السَّيْرَ فَإِذَا أَرَدْتُمُ التَّعْرِيسَ فَتَنَكَّبُوا عَنِ الطَّرِيقِ

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমরা যখন সবুজ ঘাস বা বাগানের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করবে, তখন উটকে তার হক দান কর। আর যখন তোমরা দুর্ভিক্ষপীড়িত মরুপ্রান্তরে সফর করবে তখন ভ্রমণের গতি দ্রুততর করবে। তারপর রাত যাপনের ইচ্ছা করলে পথ হতে সরে পড়বে।[২৩]

রাসূলুল্লাহ স. আরো ইরশাদ করেন:

إِذَا سَافَرْتُمْ فِى الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِى السَّنَةِ فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ

যখন তোমরা উর্বর ভূমি দিয়ে চলাচল কর তখন উটকে ভূমি থেকে তার পাওনা আদায় করতে দিও। আর যখন দুর্ভিক্ষপীড়িত ভূমি দিয়ে পথ চল তখন তাড়াতাড়ি পথ অতিক্রম করবে এবং যখন কোথাও রাত যাপনের জন্যে অবতরণ করবে

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ

২১. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : ছায়দি, পরিচ্ছেদ : ফি কারাহাতি ছায়দি কুতিআ মিনহু কিতআতুন, প্রাগুক্ত, খ. ৩ , পৃ. ৭০, হাদীস নং ২৮৬০

২২. আল-কুরআন, ১৬ : ০৭ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ
আল-কুরআন, ৩৬ : ৭২ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ

২৩. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : জিহাদ, পরিচ্ছেদ : ফি সুরআতি আস সায়রি আন নাহি আত তাআরিসি ফি আত তারিক, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৩৩, হাদীস নং ২৫৭১

তখন পথে মঞ্জিল করবে না। কেননা, তা হচ্ছে জন্তুদের রাতে চলার পথ এবং ছোট ছোট অনিষ্টকর প্রাণীদের রাতের আশ্রয়স্থল।[২৪]

সফরে মাঝে মাঝে বিরতি দিতে হবে। আর যদি সাথে কোন জীবজন্তু থাকে তবে তাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে তারা অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। আনাস ইবনু মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلاً لاَ نُسَبِّحُ حَتَّى نَحُلَّ الرِّحَالَ

আমরা দুপুরের সময় যখন কোন মনযিলে বিশ্রাম নেয়ার জন্যে ঘোড়া বা উটের পৃষ্ঠ হতে নামতাম, তখন এর পিঠ হতে মালপত্র ও গদি অপসারণ করে ভারবাহী পশুকে আরাম দানের পূর্বে নিজেরা কোন নামায পড়তাম না।[২৫]

জীবজন্তুর প্রাপ্য আদায়ের পর তাদের ব্যবহার করা

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আর প্রতিনিধি হিসেবে তাদের দায়িত্ব পৃথিবীতে সকল সৃষ্ট জীবের প্রাপ্য পরিপূর্ণ ভাবে আদায় করা। আর ঠিক তেমনি ভাবে জীবজন্তুকেও তাদের প্রাপ্য প্রদান করা। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ﴾

তিনি তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। এই পানি থেকে তোমরা পান কর এবং এ থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যাতে তোমরা পশুচারণ কর।[২৬]

প্রাচীনকাল থেকে জীবজন্তুর মাধ্যমে মানবজাতি তাদের যোগাযোগের প্রয়োজন পূরণ করে আসছে। তাদের হক আদায় করার মাধ্যমে প্রয়োজনে তাদের ব্যবহার করা যাবে। যানবাহন ব্যবহারের যেমন বিধি রয়েছে (ফিটনেস, ট্যাক্সটোকেন, রোডপার্মিট, চালকের লাইসেন্স, জ্বালানি সরবরাহ, অতিরিক্ত মালামাল বহন না করা), তদ্রূপ জীবজন্তুর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে ও প্রয়োজনীয় খাদ্যের ব্যবস্থা করে[২৭] ও

২৪. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল ইমারাহ, পরিচ্ছেদ : আন মুরাআতি মাছলাহাতিল আদ দাওয়াব্বি ফি আস সায়রি ওয়া আন নাহি আনি আততারিশি ফি আততারিকি, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৫৪, হাদীস নং ৫০৬৮

২৫. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : জিহাদ, পরিচ্ছেদ : আত তাহরিশু বায়না আল বাহাইম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩২৯, হাদীস নং ২৫৫৩

২৬. আল-কুরআন, ১৬ : ১০

২৭. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল ইমারাহ, পরিচ্ছেদ : আন মুরাআতি মাছলাহাতিল আদ দাওয়াব্বি ফি আস সায়রি ওয়া আন নাহি আনি আততারিশি ফি আততারিকি, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৫৪, হাদীস নং ৫০৬৮

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- إِذَا سَافَرْتُمْ فِى الْخصْبِ فَأَعْطُوا الإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِى السَّنَةِ فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ

অতিরিক্ত মালামাল না চাপিয়ে অনুকূল পরিবেশ তাদের ব্যবহার করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন,

اتَّقُوا اللَّهَ فِى هَذِه الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَة فَارْكَبُوهَا وَكُلُوهَا صَالِحَةً

নির্বাক পশুদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর। এদেরকে দানাপানি দিয়ে সুস্থ সবল রাখ ও সুস্থ সবল পশুর পিঠে আরোহন কর এবং খাওয়ার সময় সুস্থ সবল পশুর গোশত খাও।[২৮]

আর জীবজন্তুকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হলে উত্তম পন্থায় যবেহ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

ان الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته

আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তুর উপর ইহসান ফরজ করেছেন। অতএব যখন তোমরা হত্যা করবে, তখন উত্তম পন্থায় হত্যা করবে আর যখন যবেহ করবে, তখন উত্তম পন্থায় যবেহ করবে। আর তোমাদের প্রত্যেকেরই ছুরিতে ধার দিয়ে নেওয়া উচিত এবং যবেহকৃত জন্তুকে ঠাণ্ডা হতে দেওয়া উচিত।[২৯]

জীবজন্তুকে কষ্ট দেওয়া নিষেধ

জীবজন্তু আল্লাহ তাআলা মানবজাতির কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানবজাতি তাদের থেকে কল্যাণ গ্রহণের পাশাপাশি কষ্টও দিয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জীবকে নির্দিষ্ট কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাকে অন্য কাজে বাধ্য করে কষ্ট দেওয়া নিষেধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً لَهُ قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا الْتَفَتَتْ إِلَيْه الْبَقَرَةُ فَقَالَتْ إِنِّى لَمْ أُخْلَقْ لهَذَا وَلَكِنِّى إِنَّمَا خُلِقْتُ للْحَرْث . فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّه. تَعَجُّبًا وَفَزَعًا. أَبَقَرَةٌ تَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- فَإِنِّى أُومِنُ به وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ

আবূ হুরায়রা রা. কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন: এক ব্যক্তি পিঠে বোঝা দিয়ে একটি গাভীকে হাকাচ্ছিল। গাভীটি লোকটির দিকে চেয়ে বলল, আমাকে তো এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি, আমার সৃষ্টি তো হাল চাষের জন্য। লোকেরা আশ্চর্যান্বিত ও ভীত হয়ে উঠল এবং তারা বলল সুবহানাল্লাহ ! গাভী কথা বলে? রাসূলুল্লাহ স. বললেন: এটা আমি বিশ্বাস করি এবং আবু বকর, উমরও বিশ্বাস করে।[৩০]

২৮. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : জিহাদ, পরিচ্ছেদ : মা'য়ু'মারুবিহি মিনাল কিয়াম আলা দাওয়াইবি আল বাহাইম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৫৫০

২৯. ইমাম নাসায়ী, *আস-সুনান*, তাহকীক : ড. আব্দুল গাফফার সুলাইমান বান্দারী, অধ্যায় : আদ দাহায়া, পরিচ্ছেদ : হুসনি আয যাবহি, প্রাগুক্ত, খ. ৩ ,পৃ. ৬৪, হাদীস ৪৫০১

৩০. ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, অধ্যায় : ফাদাইলু আস সাহাবাতি, পরিচ্ছেদ : ফাদাইলু মিন আবি বাকার সিদ্দিক , প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১১০, হাদীস নং ৬৩৩৪

জীবজন্তুর মাঝে আল্লাহ তাআলা মানবজাতির জন্য যে সকল কল্যাণ রেখেছেন তার মাঝে দুধ অন্যতম।[৩১] কিন্তু মানবজাতি অতি মুনাফার লোভে জীবজন্তুর স্তনে দুধ জমা করে রেখে তাদের কষ্ট দেয়। রাসূলুল্লাহ স. এভাবে দুধ জমা করে রাখতে নিষেধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

لاَ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

ক্রয়ের উদ্দেশ্যে কাফিলার সাথে আগেই গিয়ে দেখা করা যাবে না। তোমাদের কেউ যেন অপরের দাম বলার সময় দাম না বলে। খরিদের উদ্দেশ্য ছাড়া দরদাম করে মালের মূল্য বৃদ্ধি করো না। শহরবাসী যেন পল্লীতে গিয়ে লোকের থেকে ক্রয় না করে। আর উট ও বকরীর স্তনে দুধ জমা করে না রাখে। এ অবস্থায় কেউ তা ক্রয় করলে সে দুধ দোহনের পরে দুটি অধিকারের যেটি তার পক্ষে ভালো মনে করবে, তা-ই ইখতিয়ার করতে পারবে। যদি সে ইচ্ছা করে, তবে তা রেখে দেবে আর যদি ইচ্ছা করে তবে তা ফেরত দেবে এক সা খেজুরসহ।[৩২]

জীবজন্তু নির্বোধ, কিন্তু মানবজাতির বোধ থাকা সত্ত্বেও নির্বোধের মত আচরণ করে থাকে। তাদেরকে প্রহার করে কষ্ট দেয়।[৩৩] অনেকেই আবার বিনা কারণে জীবজন্তুর উপর মালামাল বোঝাই করে তাদেরকে কষ্ট দিয়ে থাকে।[৩৪] রাসূলুল্লাহ স. তাদেরকে বিনা কারণে কষ্ট দিতে নিষেধ করেছেন।

---

৩১. আল-কুরআন, ২৩ : ২১ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

৩২. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল বুয়ূ , পরিচ্ছেদ : তাহরিমু বায়য়ু আর রাজুলি আলা বায়য়ি আখিহি, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৫, হাদীস নং ৩৮৯০

৩৩. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল লিবাস আয যিনাতু, পরিচ্ছেদ : আন নাহী আন দারবাবিল হায়ওয়ানি ফি ওয়াজহিহি ওয়া ওয়াসমিহি ফিহি, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৬৩, হাদীস নং ৫৬৭২

ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الضَّرْبِ فِى الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِى الْوَجْهِ.

ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, তাহকীক : মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, অধ্যায় : আয যাবাইহ, পরিচ্ছেদ : ইযা যাবাহতুম ফা আহসিনু আয যাবহি, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৫৮, হাদীস নং ৩১৭১

سعيد الخدري قال مر النبي صلى الله عليه و سلم برحل وهو يجر شاة بأذنها فقال (د ع أذنها وخذ بسالفتها

৩৪. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : জিহাদ, পরিচ্ছেদ : ফি আল ওকুফি আদ আদাব্বাতি, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৩২, হাদীস নং ২৫৬৯

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ إِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنْفُسِ وَجَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَتَكُمْ

ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : জিহাদ, পরিচ্ছেদ : ফি নুযুলি আল মানাযিল, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩২৯, হাদীস নং ২৫৫

أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلاً لاَ نُسَبِّحُ حَتَّى نَحُلَّ الرِّحَالَ

সমাজে দেখা যায় যে, অনেক জীবজন্তু একই সময়ে যবেহের প্রয়োজন হলে তাদের বেধে ফেলে রাখা হয় এবং তাদের একের সম্মুখে অন্যটিকে যবেহ করা হয়। আবার অনেক সময় যবেহ-এর পূর্ণ প্রস্তুতি না নিয়ে জীবজন্তুকে বেধে ফেলে রাখা হয়, তার পর চাকুতে ধার দেওয়া হয় ও যবেহকারী মনোনয়ন করা হয়। এভাবে জীবজন্তুকে কষ্ট দেয়া ইসলাম সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করেছে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عبد الله بن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم: وقال إذا ذبح أحدكم فليجهز

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল স. ছুরি ধারালো করতে এবং তা পশুর দৃষ্টির আড়ালে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন: তোমাদের কেউ যবাই করার সময় যেন দ্রুত যবাই করে।[৩৫]

এ প্রসঙ্গে হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ شَدَّاد بْنِ أَوْسٍ قَالَ ثِنْتَان حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ .

শাদ্দাদ ইবন আওস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. থেকে আমি দু'টি কথা স্মরণ রেখেছি, তিনি বলেছেন: আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বিষয়ে তোমাদের উপর ইহসান অত্যাবশ্যক করেছেন। সুতরাং তোমরা যখন কতল করবে, দয়ার্দ্রতার সাথে কতল করবে, আর যখন যবেহ করবে তখন দয়ার সাথে যবেহ করবে। তোমাদের সকলেই যেন তার ছুরি ধার করে নেয় এবং তার যবেহকৃত জন্তুকে কষ্ট না দেয়।[৩৬]

জীবজন্তুর অঙ্গচ্ছেদ করা নিষেধ

জীবজন্তু আল্লাহর অন্যতম একটি সৃষ্টি। তাদেরকে আল্লাহ তাআলা মানবজাতির বিভিন্ন কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন। তাদের থেকে উপকৃত হতে হলে তাঁর বিধান অনুযায়ী উপকার লাভ করতে হবে। কিন্তু মানবজাতি অনেক সময় নিজেদের খেয়াল খুশি পূরণের জন্য এমন কাজ করে, যা আল্লাহর বিধান লঙ্ঘিত হয়। তারা জীবজন্তুর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে তাদেরকে কষ্ট দেয়। ইসলাম জীবজন্তুর প্রতি এরূপ আচরণ হারাম করেছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا﴾

---

৩৫. ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, তাহকীক : মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, অধ্যায় : আয যাবাইহ , পরিচ্ছেদ : ইযা যাবাহতুম ফাআহসানুয যাবহি, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৫৯, হাদীস নং ৩১৭২

৩৬. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আস সায়্যিদু আয যাবাহি, পরিচ্ছেদ : আল আমরি বিইহসানি আয যাবহি আল কাতলি ওয়া তাহদিদি আশ শাফরাতি, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৭২, হাদীস নং ৫১৬৭

(শয়তান বলে) তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব; তাদেরকে পশুর কর্ণ ছেদন করতে বলব এবং তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব। যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়।[৩৭]

وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ–এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, শয়তানকে যে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, (জীবজন্তুর অঙ্গচ্ছেদ করে) সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার আনুগত্য ও আল্লাহর আনুগত্য কখনই সম্মিলিত হতে পারে না। শিরক মিশ্রিত ইবাদত কস্মিনকালেও আল্লাহর ইবাদত হিসেবে গণ্য হবার নয়। فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا অর্থাৎ শিরক এর কারণে তারা তাদের আসল সম্পদ ঈমান হারিয়ে ফেলবে এবং জান্নাতের বদলে প্রবিষ্ট হবে জাহান্নামে।[৩৮]

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে,

عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يمثل بالبهائم

আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল স. পশুর অঙ্গ-প্রতঙ্গ কর্তন করতে নিষেধ করেছেন।[৩৯]

এ প্রসঙ্গ তিনি আরো বলেন,

عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِىِّ – وَهَذَا لَفْظُهُ – أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ لاَ تَقُصُّوا نَوَاصِىَ الْخَيْلِ وَلاَ مَعَارِفَهَا وَلاَ أَذْنَابَهَا فَإِنَّ أَذْنَابَهَا مَذَابُّهَا وَمَعَارِفَهَا دِفَاؤُهَا وَنَوَاصِيهَا مَعْقُودٌ فِيهَا الْخَيْرُ

উতবা ইবন আবদ আস-সুলামী রা. হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ স. কে বলতে শুনেছেন, তোমরা ঘোড়ার কপালের পশম কাটবে না, ঘাড়ের পশম কাটবে না এবং লেজের পশমও না। কারণ, এর লেজ হল মশা-মাছি বিতাড়নের হাতিয়ার, আর ঘাড়ের পশম শীতের কাপড় স্বরূপ এবং কপালের পশম সৌভাগ্যের প্রতীক।[৪০]

এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عدي بن ثابت قال : سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن النهبة والمثلة

৩৭. আল-কুরআন, ৪ : ১১৯

৩৮. কাজী মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসীরে মাজহারী*, খ. ৩, পৃ. ১৮১

৩৯. ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, তাহকীক : মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, অধ্যায় : আয যাবাইহ, পরিচ্ছেদ : আন নাহী সাবরিল আল বাহাইমু ওয়া আনি আল মিছলাতি, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৬৩, হাদীস নং ৩১৮৫

৪০. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : জিহাদ, পরিচ্ছেদ : ফি কারাহাতি জায্যা নাওয়াছি আল খায়লি আয নাবিহা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩২৭, হাদীস নং ২৫৪৪

আদী ইবনে ছাবিত রা. কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযিদ হতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, নবী করীম স. লুটতরাজ ও পশুর অঙ্গহানি ঘটাতে নিষেধ করেছেন।[৪১]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِىَ حَيَّةٌ فَهِىَ مَيْتَةٌ

জীবিত পশুর দেহ থেকে যে গোশত কেটে নেওয়া হয়, তা মৃত পশুর ন্যায় (ভক্ষণ করা হারাম)।[৪২]

জীবজন্তুর পরস্পরের মাঝে লড়াই লাগানো নিষেধ

আল্লাহ তাআলা গৃহপালিত জীবজন্তুকে মানবজাতির অধীন করে সৃষ্টি করে তাদের কল্যাণ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু মানবজাতি তাদের কল্যাণ গ্রহণের পাশাপাশি অকল্যাণের দিকেও ঠেলে দেয়। তারা নিজেদের মনোবাসনা পূরণের জন্য জীবজন্তুর মাঝে লড়াই লাগিয়ে কষ্ট দেয় এবং অনেক ক্ষেত্রে এ কারণে তাদের মৃত্যুও হয়ে থাকে। ইসলাম এহেন কর্ম হারাম করেছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ﴾

তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শুকরের মাংস, যেসব জন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়, যা কণ্ঠরোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যায়, যা শিং এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে, কিন্তু যাকে তোমরা যবেহ করেছ (তা ব্যতিক্রম), যে জন্তু যজ্ঞবেদীতে যবেহ করা হয় এবং যা ভাগ্য নির্ধারক শর দ্বারা বণ্টন করা হয়। এ সব গোনাহের কাজ।[৪৩]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট মুফাসসিরগণ বলেন, মানুষ জন্তু-জানোয়ারের প্রতি দয়াশীল এবং এসবের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ অনুকম্পাসম্পন্ন হয়ে উঠুক– শরীয়তের এটাই লক্ষ্য। মানুষ যেন জন্তুগুলোকে অসহায় করে ছেড়ে না

৪১. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : যাবায়িহা ওয়াছছাইদি ওয়াততাসয়িাহ, পরিচ্ছেদ : মা য়াকরাহু মিনা আল মিছলাতি ওয়া আল মাছবুরাতি ওয়া আলমজাছছামাতি, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১০০, হাদীস নং ৫১৯৭

৪২. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : ছায়দি ,পরিচ্ছেদ : ফি কারাহাতি ছায়দি কুতিআ মিনহু কিতআতুন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৭০, হাদীস নং ২৮৬০

৪৩. আল-কুরআন, ৫ : ৩

দেয়। এ রকম যে, কোনটি গলায় ফাঁস লাগিয়ে মরল, আর কোনটি উঁচুস্থান থেকে পড়ে গিয়ে মরল, আর কোনটি অন্য জন্তুর সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে শিং- এর গুঁতা খেয়ে মরে গেল, জন্তুর মালিক সে ব্যাপারে নিজের কোন দায়িত্বই অনুভব করল না, তা আল্লাহর আদৌ পছন্দ নয়। জন্তুগুলোকে কেউ এমন নির্মমভাবে মারধর করে, যার ফলে সেটির মরে যাওয়া অবধারিত হয়ে পড়ে। তা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাড়ায়। জন্তুর লড়াই লাগিয়ে অনেকে আনন্দ পায় বা জয়-পরাজয় নির্ধারণ করে। তাতে একটি জন্তু অপর জন্তুটিকে গুঁতিয়ে আহত ও রক্তরঞ্জিত করে দেয় ফলে আহত জন্তুটি নির্বাক যন্ত্রণায় কষ্টপায়। এই কাজও আল্লাহ পছন্দ করেন না।[৪৪] এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ.

ইবন আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. পশুদের লড়াই লাগাতে বারণ করেছেন।[৪৫]

এ প্রসঙ্গে মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণিত হয়েছে,

عن مجاهد عن بن عمر : أنه كره أن يحرش بين البهائم

মুজাহিদ বর্ণনা করেন যে, ইবনে উমর রা. চতুষ্পদ জন্তুসমূহকে পরস্পরে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করাকে অত্যন্ত অপছন্দ করতেন।[৪৬]

জীবজন্তুর ওপর পরীক্ষা চালানো নিষেধ

জীবজন্তু মানবজাতির ন্যায় আল্লাহরই সৃষ্টি। মানবজাতিকে আল্লাহ তাআলা এ অধিকার দেননি যে, তারা তাঁর সৃষ্টির উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে তাদেরকে কষ্ট দিবে। কেননা মানবজাতি বৈজ্ঞানিক গবেষণা, প্রতিষেধক ও প্রসাধনী তৈরির জন্য জীবজন্তুর উপর বিভিন্ন প্রকার গবেষণা চালিয়ে থাকে। ফলে তারা নানাভাবে আহত ও কষ্টের শিকার হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে তাদের মৃত্যুও হয়। মানুষের বৃহত্তর কল্যাণ ও একান্ত প্রয়োজন ব্যাতীত জীবজন্তুর ওপর এরূপ পরীক্ষা চালাতে ইসলাম নিষেধ করেছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿ لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا﴾

৪৪. ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*, (অনুবাদ : মাওলানা আবদুর রহীম রহ.,) ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৪তম প্রকাশ, ২০০৮, পৃ. ৭০-৭১

৪৫. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : জিহাদ, পরিচ্ছেদ : আত তাহরীশু বায়না আল বাহাইম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৩১, হাদীস নং ২৫৬৪

৪৬. ইমাম বুখারী, *আল আদাব আল মুফরাদ*, অধ্যায় : আদাবু আল আম্মাতি, পরিচ্ছেদ : আত-তাহরীশু বায়না আল বাহাইম, বৈরুত : দার আল বাশাইর আল ইসলামিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৪২২, হাদীস নং ১২৩২

যার প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। শয়তান বলল: আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করব। (শয়তান বলে) তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব; তাদেরকে পশুর কর্ণ ছেদন করতে বলব এবং তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব। যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়।[৪৭]

এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,

عن عبد الله بن عمرو يرفعه قال : من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأل الله عز و جل عنها يوم القيامة قيل يا رسول الله فما حقها قال حقها أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فيرمى بها

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. রাসূলুল্লাহ স. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি চড়ুই বা তার চাইতে ছোট কোন প্রাণীকে অযথা হত্যা করে, তাকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। তখন জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল ! তার হক কী? তিনি বললেন, তার হক হলো তাকে যবেহ করে ভক্ষণ করা এবং তার মাথা কেটে নিক্ষেপ না করা।[৪৮]

এ প্রসঙ্গে হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে যে,

عن ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا.

সাঈদ ইবনে জুবাইর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনে উমর রা. কিছু সংখ্যক কোরাইশ যুবকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা একটি পাখি বেঁধে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করছিল। আর প্রত্যেক লক্ষ্য ভ্রষ্টতার কারণে তারা পাখির মালিকের জন্য একটি করে তীর নির্ধারণ করছিল। অতঃপর তারা ইবন উমর রা. থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ইবন উমর রা. বললেন, কে এ কাজ করল? যে এরূপ করেছে তার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত। রাসূলুল্লাহ স. তাকে অভিসম্পাত করেছেন, যে কোন প্রাণীকে লক্ষ্যস্থল বানায়।[৪৯]

খাদ্যের প্রয়োজন ব্যতীত জীবজন্তু হত্যা নিষেধ

আল্লাহ তাআলা মানুষের খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য তাঁরই সৃষ্টিকুলের আরেক শ্রেণীকে উৎসর্গ করেছেন। তাই মানবজাতি তাদের খাদ্যের প্রয়োজনে জীবজন্তুকে যবেহ করে

৪৭. আল-কুরআন, ৪ : ১১৯

৪৮. ইমাম নাসায়ী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আদ দাহায়া, পরিচ্ছেদ : মান ক্বাতালা আসফুরান বিগায়রি হাক্কিহা, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৩, হাদীস নং ৪৪৫৯

৪৯. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আস সাইদি আযযবাইহ, পরিচ্ছেদ : আন নাহী আন সাবরিল বাহিমু, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৭৩, হাদীস নং ৫১৭৪

ভক্ষণ করতে পারে।[৫০] কিন্তু খাদ্য ও নিরাপত্তা ব্যতীত ইসলামে জীবজন্তু হত্যা নিষেধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾

এ কারণেই আমি বনী-ইসরাঈলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে। তাদের কাছে আমার পয়গম্বরগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলি নিয়ে এসেছেন। বস্তুত এরপরও তাদের অনেক লোক পৃথিবীতে সীমাতিক্রম করে।[৫১]

مَن قَتَلَ نَفْسًا এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলেন,

قطع الطريق ، وقطع الأشجار ، وقتل الدواب إلا لضرورة ، وحرق الزرع وما يجري مجراه

রাস্তা কাঁটা, বৃক্ষ নিধন করা, বিনা প্রয়োজনে চতুষ্পদ জন্তু হত্যা করা ও ফসলাদি জ্বালিয়ে দেওয়াও এর অন্তর্ভুক্ত।[৫২]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأل الله عز و جل عنها يوم القيامة قيل يا رسول الله فما حقها قال حقها أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فيرمى بها

যে ব্যক্তি চড়ুই বা তার চাইতে ছোট কোন প্রাণীকে অযথা হত্যা করে, তাকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। তখন জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল ! তার হক কী? তিনি বললেন তার হক হলো তাকে যবেহ করে ভক্ষণ করা এবং তার মাথা কেটে নিক্ষেপ না করা।[৫৩]

তিনি আরও বলেন:

أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَفِى أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الأُمَمِ تُسَبِّحُ .

৫০. আল-কুরআন, ৪০ : ৭৯ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

আল-কুরআন, ২২ : ৩৬

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

৫১. আল-কুরআন, ৫ : ৩২

৫২. আবূ- হাইয়্যান মুহাম্মদ বিন ইউসুফ আন্দালুসী, *তাফসীরে বাহরুল মুহীত*, তাহকীক : আদেল আহমাদ আব্দুল মাউজুদ, বৈরুত : দারুর কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ২০০১, খ, ৩, পৃ. ৪৮৩

৫৩. ইমাম নাসায়ী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আদ দাহায়া, পরিচ্ছেদ : মান ক্বাতালা আসফুরান বিগায়রি হাক্কিহা, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৩, হাদীস ৪৪৫৯

একটি পিঁপড়া নবীকুলের কোন নবীকে কামড় দিলে তিনি পিঁপড়ার বাসা সম্পর্কে হুকুম দিলেন, ফলে তা জ্বালিয়ে দেয়া হয়। তখন আল্লাহ তাঁর কাছে এ মর্মে ওহী প্রেরণ করলেন যে, একটি মাত্র পিঁপড়া তোমাকে কামড় দিল, তাতে কিনা তুমি সৃষ্টিকুলের এমন একটি সৃষ্টিদলকে জ্বালিয়ে দিলে, যারা তাসবীহ পাঠ করছিল।"[৫৪]

এ প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত হয়েছে যে,

أَخْبَرَنِى نَافِعٌ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الأَنْصَارِىَّ – وَكَانَ مَسْكَنُهُ بِقُبَاءٍ فَانْتَقَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ – فَبَيْنَمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسًا مَعَهُ يَفْتَحُ خَوْخَةً لَهُ إِذَا هُمْ بِحَيَّةٍ مِنْ عَوَامِرِ الْبُيُوتِ فَأَرَادُوا قَتْلَهَا فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ إِنَّهُ قَدْ نُهِىَ عَنْهُنَّ – يُرِيدُ عَوَامِرَ الْبُيُوتِ – وَأُمِرَ بِقَتْلِ الأَبْتَرِ وَذِى الطُّفْيَتَيْنِ وَقِيلَ هُمَا اللَّذَانِ يَلْتَمِعَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ أَوْلاَدَ النِّسَاءِ.

নাফি রহ. সংবাদ প্রদান করেছেন যে, আবূ লুবাবা ইবন আব্দুল মুনযির আল-আনসারী রা.-এর বাসস্থান ছিল কুবায়। এরপর তিনি মদীনায় (মসজিদে নববীর নিকট) স্থানান্তরিত হলেন। একদা আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. তাঁর (আবূ লুবাবা রা.-এর) সাথে উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাঁর জন্য একটি ছোট দরজা খুলছিলেন। তখন হঠাৎ তাঁরা বাড়ী-ঘরে বসবাসকারী প্রকৃতির একটি সাপ দেখতে পেলেন। তারা সেটি মেরে ফেলতে উদ্যত হলে আবূ লুবাবা রা. বললেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ স.) ওগুলো হত্যা করতে বারণ করেছেন। তিনি (ঐ সাপগুলোকে) বাড়ী-ঘরে বসবাসকারী সাপ বুঝাতে চেয়েছেন। আর লেজ খসা ও পৃষ্ঠে দুটি সাদা রেখাবিশিষ্ট সাপ মেরে ফেলার নির্দেশ প্রদান করেছেন। বলা হয়েছে যে, সে দুটি সাপ হল এমন, যারা দৃষ্টিশক্তি ঝলসিয়ে দেয় এবং মহিলাদের গর্ভপাত ঘটায়।[৫৫]

জীবজন্তু লালনপালন করা

আল্লাহ তাআলা জীবজন্তুর মাধ্যমে মানবজাতির কল্যাণের ব্যবস্থা করেছেন। আর তাদের কর্তব্য, জীবজন্তুর সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে এ থেকে কল্যাণ আহরন করা। রাসূলুল্লাহ স. তাদের লালন-পালনের জন্য এবং খাদ্যের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা নির্ধারণ করেছিলেন। যাকে হিমা[৫৬] বলা হত। যেখানে পরিবেশ ও জীবজন্তু সংরক্ষণ করা হত এবং জীবজন্তু অবাধে বিচরণ করতে পারত। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾

৫৪. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আস সালাম, পরিচ্ছেদ : আন নাহী আন কাতলুল নামলি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫৯৮৬

৫৫. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আস সালাম, পরিচ্ছেদ : কালিল হাইয়্যাতি ওয়া গায়রিহা, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৯, হাদীস নং ৫৯৬৯

৫৬. রক্ষা, প্রতিরক্ষা, আশ্রয়, আশ্রয়স্থল; ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান*, ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ২০০০, পৃ. ৩০০

অতঃপর আল্লাহ পৃথিবীকে বিস্তৃত করেন, তিনি তা থেকে প্রস্রবণ বের করেন ও চারণভূমি সৃষ্টি করেন এবং পর্বতকে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেন। এ সমস্ত তোমাদের ও তোমাদের পশুসমূহের ভোগের জন্য।[৫৭]

এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ ﴾

তিনি সে মহান সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য এ পৃথিবীকে বিছানারূপে তৈরি করেছেন। আর তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যোগাযোগ ও চলাচলের ব্যবস্থা রেখেছেন। আর তিনিই আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেন। তারপর তাই দিয়ে নানা সবুজ শ্যামল শস্য সৃষ্টি করেছেন। তোমরা তা খাও এবং তোমাদের পশুগুলোকে তাতে চরাও। অবশ্যই এতে নিদর্শন আছে জ্ঞানীদের জন্য।[৫৮]

মহান আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন,

﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴾

তিনি তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। এই পানি থেকে তোমরা পান কর এবং এ থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যাতে তোমরা পশুচারণ কর।[৫৯]

এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ أَبِى وَهْبٍ الْجُشَمِىِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ارْتَبِطُوا الْخَيْلَ وَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا وَأَعْجَازِهَا أَوْ قَالَ أَكْفَالِهَا وَقَلِّدُوهَا وَلاَ تُقَلِّدُوهَا الأَوْتَارَ

আবূ ওহাব আল-জুশামী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন: তোমরা ঘোড়া প্রতিপালন কর। আর এর কপালের পশম ও ঘাড়ের পশম যত্নসহ মুছে দিও এবং এর গলার নিদর্শনের মালা পরাইও। কিন্তু ধনুক তারের কবজ পরাইও না।[৬০]

ইসলামে কুকুর পোষা নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু গৃহপালিত জন্তু রক্ষার জন্য তা জায়িয করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন:

من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان إلا ضاريا أو صاحب ماشية

৫৭. আল-কুরআন, ৭৯ : ৩০-৩৩

৫৮. আল-কুরআন, ২০ : ৫৩-৫৪

৫৯. আল-কুরআন, ১৬ : ১০

৬০. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : জিহাদ, পরিচ্ছেদ : ইকরামিল খায়লি ইরবাতিহা ওয়াল মাসহি আলা আকফালিহা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৩৯, হাদীস নং ২৫৫৫

যে ব্যক্তি কুকুর পোষে, প্রতিদিন তার আমল হতে দুই কীরাত সওয়াব হ্রাস করা হয়, তবে শিকারী কুকুর অথবা গৃহপালিত জন্তু রক্ষণাবেক্ষণের কুকুর ছাড়া।[৬১]

জীবজন্তুর চিকিৎসা করা

জীবজন্তুর মাধ্যমে মানবজাতি বিভিন্ন উপকার পেয়ে থাকে[৬২] এবং তাদের সুস্থ-সবল রাখার দায়িত্ব মানবজাতির। তাই ইসলাম জীবজন্তুর চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন:

اتَّقُوا اللَّهَ فِى هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا وَكُلُوهَا صَالِحَةً

বোবা পশুদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর। এদেরকে দানাপানি দিয়ে সুস্থ সবল রাখ ও সুস্থ সবল পশুর পিঠে আরোহন কর এবং খাওয়ার সময় সুস্থ সবল পশুর গোশত খাও।[৬৩]

পশু কুরবানীর মাধ্যমে মানবজাতি বিভিন্ন উপকার পেয়ে থাকে। তাই কুরবানীর পশু সুস্থ ও সবল রাখতে হবে। তাই তাদের নিয়মিত চিকিৎসা সেবা দেওয়া প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে,

عن أبي سعيد قال ضحى رسول الله صلى الله عليه و سلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد

আবূ সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সা. শিং বিশিষ্ট, হৃষ্টপুষ্ট একটি মেষ কুরবানী করেন, যার মুখমণ্ডল, চোখ ও পা কালো বর্ণের ছিল।[৬৪]

উল্লেখ্য যে, কুরবানীর জন্যে যে পশুর প্রয়োজন তা লেংড়া, খোঁড়া, শিংভাঙা বা অসুস্থ হলে চলবে না। কুরবানীর পশু হতে হবে সুস্থ, সবল এবং নিখুঁত। সুস্থ নীরোগ ও নিখুঁত হতে হলে প্রয়োজন তাদের স্বাস্থ্য পরিচর্যার। আল্লাহর সেরা সৃষ্টি আশরাফুল মাখলুকাত মানুষও মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়ে। পশুর অসুস্থ হওয়া তো আরও স্বাভাবিক। যারা কুরবানী দিতে চায় বা কুরবানীর জন্যে পশু বিক্রি করে, তাদের এটা জানা প্রয়োজন, পশুকে কিভাবে সুস্থ এবং সবল করতে হয়, অসুস্থ হলে কি রোগে কি চিকিৎসা করতে হয়।[৬৫] রাসূলুল্লাহ স. অসুস্থ পশু কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন।[৬৬]

৬১. ইমাম নাসায়ী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আস-সায়দ ওয়া আয়-যাবাইহ, পরিচ্ছেদ : আল রুখছাতু যফ ইমসাকি আলকালবি লিলমা শিয়াতি, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৪৯, হাদীস ৪৭৯৫

৬২. আল-কুরআন, ৪০ : ৭৯-৮০

الله الذى جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنهاتاكلون ولكم فيها منا فع ولتبلغوا عليها حاجة فى صدوركم

৬৩. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : জিহাদ, পরিচ্ছেদ : মা'য়ু'মারুবিহি মিনাল কিয়াম আলা দাওয়াইবি আল বাহাইম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৫৫০

৬৪. ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আদাহী, পরিচ্ছেদ: মা য়াসতাহিব্বু মিনাল আদাহী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৪৬, হাদীস নং ৩১২৮

৬৫. এম. শামসুল আলম, *ইসলামী প্রবন্ধমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫১

তাই মানবজাতীর প্রয়োজনেই জীবজন্তুকে চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে রোগমুক্ত করে সুস্থ-সবল রাখতে হবে।

জীবজন্তুর উৎপাদন বৃদ্ধি করা

মানবজাতির ন্যায় সকল জীবজন্তু আল্লাহর পরিবারের সদস্য। তারা একে অপরের মাধ্যমে বিভিন্ন উপকার পেয়ে থাকে। মানবজাতি জীবজন্তু কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ, খাদ্যের ব্যবস্থা, পরিধান ও পরিবহণের প্রয়োজন পূরণ করে থাকে। তাই তাদেরই প্রয়োজন পূরণের জন্য জীবজন্তুর উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إِلَـهَ إِلا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴾

তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নাফ্স থেকে, তারপর তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তু থেকে তোমাদের জন্য দিয়েছেন আট জোড়া; তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন তোমাদের মাতৃগর্ভে: এক সৃষ্টির পর আরেক সৃষ্টি, ত্রিবিধ অন্ধকারে; তিনিই আল্লাহ; তোমাদের রব; রাজত্ব তাঁরই; তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তারপরও তোমাদেরকে কোথায় ফিরানো হচ্ছে।[৬৭]

এ প্রসঙ্গ আরো ইরশাদ হয়েছে,

﴿فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা। তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদজন্তুদের মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব শুনেন, সব দেখেন।[৬৮]

---

৬৬. ইমাম নাসায়ী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আদ দাহায়া, পরিচ্ছেদ : মা য়ানহা আনহু মিনাল আদাহীল আওরা, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৩, হাদীস ৪৪৫৯

عن أبي الضحاك عبيد بن فيروز مولى بني شيبان قال للبراء حدثني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم من الأضاحي قال : قام رسول الله صلى الله عليه و سلم ويدي أقصر من يده فقال أربع لا يجزن العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسيرة التي لا تنقى قلت إني أكره أن يكون في القرن نقص وأن يكون في السن نقص قال وما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد

৬৭. আল-কুরআন, ৩৯ : ৬

৬৮. আল-কুরআন, ৪২ : ১১

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে বিভিন্ন সময়ে যদি কুরবানী করতে হয় তবে পশুর উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। কুরবানী যেমন পূণ্য, কুরবানীর কথা স্মরণ রেখে কুরবানীর জন্যে যবেহ উপলক্ষে পশুপালন করাও তেমনি পূণ্য। এতে যারা পশু বিক্রি করে তারাও পুণ্য অর্জন করবে। কারণ পশুপালন করা না হলে কুরবানীর জন্যে পশু পাওয়া যাবে না।[৬৯] এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে,

عن أم هانيء أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لها اتخذي غنما فإن فيها بركة

উম্মে হানী রা. থেকে বর্ণিত যে, নবী স. তাকে বলেছেন, তুমি বকরী পালন কর। কারণ তাতে বরকত রয়েছে।[৭০]

এ প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত হয়েছে,

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى رجلا من الأنصار . فأخذ الشفرة ليذبح لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم إياك والحلوب

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল স. এক আনসার ব্যক্তির নিকট এলেন। সে আল্লাহর রাসূল স.-এর জন্য পশু যবাই করতে ছুরি নিল। আল্লাহর রাসূল স. তাকে বললেন: সাবধান! দুগ্ধবতী পশু যবাই করবে না। [৭১]

জীবজন্তু নিয়ে গবেষণা করা

মহান আল্লাহ জীবজন্তু থেকে উপকার গ্রহণের পাশাপাশি মানবজাতিকে তাদের নিয়ে গবেষণা করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কেননা মানবজাতি জীবজন্তু থেকে জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থা থেকে উপকার লাভ করে থাকে। তাই তাদের দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি করা, তাদের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা ও নতুন নতুন প্রজাতির আবিষ্কারের জন্য গবেষণা করা প্রয়োজন। আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾

তোমাদের জন্যে অবশ্যই শিক্ষণীয় আছে পশু-সম্পদে। তোমাদের আমি পান করাই তাদের উদরে যা আছে তা হতে এবং তাতে তোমাদের জন্যে রয়েছে প্রচুর উপকারিতা এবং তা থেকেই তোমরা গোশত আহার কর।[৭২]

---

৬৯. এম. শামসুল আলম, *ইসলামী প্রবন্ধমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫১

৭০. ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : তিজারাত, পরিচ্ছেদ: ইত্তিখাযুল মাশিআতি, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৭৩, হাদীস নং ২৩০৪

৭১. ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আয যাবাইহ, পরিচ্ছেদ: আন নাহী আন যাবহি যাওয়াতিদ দারি, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৬১, হাদীস নং ৩১৮০

৭২. আল-কুরআন, ২৩ : ২১

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলেন, এখানে عبرة অর্থ শিক্ষণীয় নিদর্শন, দলিল-প্রমাণ, যা আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ শক্তিমত্তার পরিচায়ক। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে চতুষ্পদ জন্তুর মাঝে শিক্ষণীয় কিছু নেই। তাই আল্লাহ তাআলা এখানে إِنَّ বা অবশ্যই অব্যয় ব্যবহার করেছেন। শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে দৃঢ়তা প্রকাশ করা হয়েছে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলের প্রতি। অতঃপর لَكُمْ 'তোমাদের জন্যে'। অর্থাৎ সকল মানুষের চতুষ্পদ জন্তুর মাঝে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।[৭৩] তিনি আরো ইরশাদ করেন:

﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ﴾

অবশ্যই গবাদি পশুর মাঝে তোমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। তাদের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হতে তোমাদেরকে পান করাই বিশুদ্ধ দুধ, যা পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু।[৭৪]

আল্লাহ বিভিন্ন প্রকার জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতের গবাদিপশু আছে। এগুলোর মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা এগুলোর মান উন্নত করা যায়।[৭৫] উল্লেখ্য যে, দুগ্ধ যে শুধু সুস্বাদু তা নয়, বিশুদ্ধও। কিভাবে পশুর দেহে দুগ্ধ সৃষ্টি হয়, এ সম্পর্কে মানুষের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় আছে। তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং এ বিষয়ে গবেষণা করা অবশ্যই মানুষের কর্তব্য। আল-কুরআনে বহু বিষয়ের সামান্য ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে মানুষ তাদের কল্যাণের জন্যে অনেক কিছু আবিষ্কার করতে পারে।[৭৬]

উপসংহার

আল্লাহ তাআলা জীবজন্তুর মাঝে যে সকল উপকার রেখেছেন তা গ্রহণ করতে হলে তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। তাদের খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা ও উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে। তাদের কোন প্রকার মানসিক ও শারীরিক কষ্ট না দিয়ে উপকার গ্রহণ করতে হবে। যার মাধ্যমে মানবজাতি নিজেদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে পারে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মও তাদের থেকে উপকার লাভ করতে পারবে। এই আলোচনা দ্বারা এটাও প্রমাণিত হলো যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এখানে শুধু মানুষের অধিকারই নিশ্চিত করা হয়নি বরং সকল জীবজন্তুর অধিকারও নিশ্চিত করা হয়েছে।

---

৭৩. কাজী মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ উসমানী, *তাফসীরে মাজহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১২৪

৭৪. আল-কুরআন, ১৬ : ৬৬

৭৫. এম. শামসুল আলম, *ইসলামী প্রবন্ধমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৫

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৬